সংবাদ

তারিখ ... 13 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৫ ...

খুলনায় স্কুলে ভর্তি ও কোচিং বাণিজ্যে দিশেহারা অভিভাবক

শুভ্র শচীন, খুলনা

নতুন শ্রেণীতে ভর্তির জন্য খুলনা নগরীর বেসরকারি স্কুলগুলোয় ইচ্ছামতো ভর্তি ও সেশন ফি আদায় করা হচ্ছে। ভর্তি ফি বৃদ্ধির একটি নীতিমালা থাকলেও তার তোয়াক্কা করছে না কেউ। বেতন, পরীক্ষার ফি ছাড়াও বিদ্যুৎ-পানির বিল, লাইব্রেরি, আসবাব, নামফলক, মসজিদসহ স্কুল-কলেজের উন্নয়নের জন্য টাকা নেয়া হচ্ছে অভিভাবকদের কাছ থেকে। এসবই জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেশনচার্জ হিসেবে। ২০১৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকার বাইরের মহানগর এলাকায় সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা নেওয়া যাবে। কোন প্রতিষ্ঠান এর বেশি নিলে তা মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা অথবা ফেরত দেয়ার কথা। কিন্তু এগুলোকে তোয়াক্ক করছে না কেউই। স্কুলগুলোতে শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি কোচিং বাণিজ্য চলছে বেপরোয়াভাবে।

অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খুলনার পাবলিক কলেজে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নেওয়া হচ্ছে নয় হাজার ৩৮৫ টাকা। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে ১০ হাজার ২৭৫ টাকা। মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নেওয়া হচ্ছে চার হাজার ৯৭০ টাকা। কলেজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার ১৭৫ টাকা। নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভর্তি ফি সাড়ে আট হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা। সেন্ট জোসেফসহ সমমানের অন্য সব স্কুলেই লাগছে তিন হাজার ৪০০ থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা পর্যন্ত। এদের চেয়ে আরও একধাপ এগিয়ে আছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো। ১৫ হাজার টাকার নিচে এসব স্কুলে ভর্তির সুযোগ নেই। অথচ জিলা, করোনেশনসহ খুলনা নগরীর ছয়টি সরকারি স্কুলে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফি এক হাজার ১৩৬ টাকা। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এক হাজার ১৬৫ টাকা। ভর্তি ফি বৃদ্ধির বিষয়ে খুলনা পাবলিক কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আগেও এমন ছিল। নতুন করে বেতন বা ফি বাড়ানো হয়নি। চার মাসের বেতন ও অন্যান্য ফিসহ ৯ থেকে ১০ হাজার টাকা নেয়া হয়। কলেজিয়েট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তৌহিদুজ্জামান বলেন, 'আমরা এমপিওভুক্ত নই। শিক্ষার্থীদের টাকা হতে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয়। এ জন্য বেতন বা ভর্তি ফি কমানো সম্ভব নয়। একই ধরনের বক্তব্য নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের। জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ আশরাফ উজ জামান বলেন, প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের বোঝা শিক্ষার্থীদের কাছে চাপানো অনৈতিক ও নিন্দনীয়। বিকল্প আয়ের উৎস না খুঁজে প্রতিবছর শিক্ষকদের আয় বাড়বে, সেই টাকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া হবে– এ ধারণা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরে আসা উচিত। খুলনা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রুহুল আমিন বলেন, বেতন বা ভর্তির ফি বৃদ্ধির বিষয় সম্পর্কে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। কেউ বেশি নিলে অবশ্যই তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে খুলনা বিভাগের ৪ হাজার ৩শ' দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ও এমপিওভুক্ত মিলিয়ে ৪ হাজার ১শ'টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। যে কারণে ভালো ফলাফলের প্রত্যাশায় শিক্ষার্থীরা ঝুঁকছে কোচিংয়ের দিকে। এতে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অংশগ্রহণও দিনে দিনে কমছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক স্বীকার করেন, শিক্ষক সংকটে শ্রেণীকক্ষে কম সংখ্যক শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে। ভালো ফলাফলের প্রত্যাশায় শিক্ষার্থীরা ঝুঁকে পড়ছে কোচিংয়ের দিকে। এক্ষেত্রে অভিভাবকেরাও অনাগ্রহী হচ্ছেন না। সূত্রমতে, খুলনা জেলায় ৬১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ লাখ ৮১ হাজার ৮০৯ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার মধ্যে রয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার ৮৭ জন ছাত্রী ও ১ লাখ ৪১ হাজার ৭২২ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ৯ হাজার ৯২৯ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ৬ হাজার ৯০১ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে ৭৩০টি শিক্ষকের পদ। বাগেরহাটে ৫২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫৪৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার ৮৯ হাজার ৫৬৪ জন ছাত্রী ও ৭৪ হাজার ৯৮৪ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ৭ হাজার ৬৬ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ৫ হাজার ৮৩৬ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে মোট শিক্ষকের ৫৯২টি পদ। যশোরে ৯৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৬১৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার মধ্যে ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৬৮ জন ছাত্রী ও ১ লাখ ৬১ হাজার ৭৫০ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ১৪ হাজার ৪৬৯ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ১০ হাজার ৯৮২ এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে ৬৬২টি শিক্ষকের পদ। সাতক্ষীরায় ৫৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ লাখ ৩০ হাজার ৪৩৭ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার ১ লাখ ২০ হাজার ২৪৪ জন ছাত্রী ও ১ লাখ ১০ হাজার ১৯৩ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ৮ হাজার ৯১৮ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ৬ হাজার ৫০৯ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে ৪৮৮টি শিক্ষকের পদ। নড়াইলে ১৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮৪ হাজার ৯৮১ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার ৪৩ হাজার ১৯৩ জন ছাত্রী ও ৪১ হাজার ৭৮৮ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ২ হাজার ৮০৩ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ২ হাজার ১৫৫ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে ১৮৯টি শিক্ষকের পদ। মাগুরায় ২৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ লাখ ১৩ হাজার ১৫৬ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার ৫৬ হাজার ৭১৪ জন ছাত্রী ও ৫৬ হাজার ৪৪১ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ৩ হাজার ৮৫৭ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ২ হাজার ৯০৫ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে মোট শিক্ষকের ২৮১টি পদ। ঝিনাইদহে ৪৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২লাখ ৫ হাজার ৭৬৯ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার মধ্যে ১ লাখ ৩ হাজার ৬৭১ জন ছাত্রী ও ১ লাখ ২ হাজার ৯৬ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ৬ হাজার ৯৩১ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ৪ হাজার ৭৯৮ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে মোট শিক্ষকের ৩৯৬টি পদ। মেহেরপুরে ১৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭১ হাজার ৪৬৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার ৩৬ হাজার ৫৮৫ জন ছাত্রী ও ৩৪ হাজার ৮৮৩ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ২ হাজার ৪৩৭ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ১ হাজার ৩৯১ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে ১৫৭টি শিক্ষকের পদ। চুয়াডাঙ্গায় ১৯৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ লাখ ১০ হাজার ৬৪৬ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার ৫৬ হাজার ৮৩২ জন ছাত্রী ও ৫৩ হাজার ৮১৪ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ২ হাজার ৯৭৮ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ২ হাজার ৩৩ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে ২২৯টি শিক্ষকের পদ। কুষ্টিয়ায় ৪২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ লাখ ২ হাজার ৮৬৩ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। যার ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪ জন ছাত্রী ও ৯৬ হাজার ৫২৯ জন ছাত্র। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ৬ হাজার ৬১৯ জন সাধারণ শিক্ষক এবং ৪ হাজার ৫৯২ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে শূন্য রয়েছে ৩৭৬টি শিক্ষকের পদ।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর খুলনার উপ-পরিচালক টিএম জাকির হোসেন বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে পাঠদান কার্যক্রম কিছুটা বিঘ্ন ঘটছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে কোচিং বাণিজ্যের বিষয় তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে তা বন্ধের নির্দেশ দেন।

শিক্ষক সংকটে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নাজুক